January
2024

Newspaper Clips

Based on
Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute
Central Library

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04/01/2024

মার্চেই বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র – আনন্দবাজার পত্রিকা, 04th January 2024

মার্চেই বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

নতুন বছরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কাছ থেকে বড়সড় উপহার পেতে চলেছেন রোগীরা। ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের সবরকম চিকিৎসা পরিষেবা এক ছাদের নীচে পাওয়া যাবে। বিনামূল্যে উন্নতমানের ক্যান্সার চিকিৎসা রোগীদের দিতে পৃথক ক্যান্সার সেন্টার চালু হতে চলেছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বিল্ডিংয়ের কাজ প্রায় সবই হয়ে গেছে। জানুয়ারির শেষে বা ফ্রেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ত বিভাগের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করার কথা। সেটি হলে মার্চে আশা করা যাচ্ছে রোগীদের জন্য পরিষেবা চালু করা যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস।

অধ্যক্ষ বলেন, 'আঞ্চলিক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে কাজ হলেও এর নামটি পরিবর্তন হতে পারে। 'টার্সিয়ারি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ' নাম হতে পারে। কী নাম হবে সেটি চূড়ান্তভাবে এখনও ঠিক হয়নি। এক ছাদের নীচে মেডিক্যাল অঙ্কোলজি, রেডিওথেরাপি, অঙ্কোপ্যাথলজি, সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি, পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন-সহ ক্যান্সারের যাবতীয় চিকিৎসা এক ছাদের নীচে শুরু হবে। জোর দেওয়া হবে গবেষণাতেও। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি এখন হাসপাতালের বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর থেকে এক জায়গাতেই সব পরিষেবা পাওয়া গেলে রোগীদেরও হয়রানি কমবে।'

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নবনির্মিত এই ভবনেই হচ্ছে ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র।

কাচের মোড়কে ঝাঁ-চকচকে ৭ তলার বড় বিল্ডিংটি অধ্যক্ষের অফিস থেকে অডিটোরিয়ামের ডান দিকে অবস্থিত। এখানে ১০২ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র ক্যান্সার রোগীরাই ভর্তি থাকবেন। একেবারে নীচের তলায় নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ থাকবে। বাকি তলাগুলিতে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কেমোথেরাপির জন্য ডে কেয়ার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার থাকবে। এমনকী ওপিডি-ও এখানে স্থানান্তর করা হবে। ক্যান্সারের চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তির সব ব্যবস্থা থাকবে। দুটো বাঙ্কার করা আছে। ভবিষ্যতে যদি পেট সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো হয় তার পরিকাঠামোও প্রস্তুত রয়েছে। লিনিয়ার অ্যাক্সিলেরেটর মেশিন এখন একটা কলকাতা মেডিক্যালে আছে। আগামী দিনে আরও একটা বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তার জন্যও পৃথক জায়গা রাখা আছে।

বর্তমানে রাজ্যে রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টার একটি আছে, সেটি হল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট। রাজ্য সরকার সেই ধাঁচেই অর্থাৎ রিজিওনাল ক্যান্সার চিকিৎসার মান বজায় রেখে কলকাতা মেডিক্যালে পরিষেবা চালু করতে চলেছে।

● এরপর ৩ পাতায়

Conti...

মার্চেই বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র – আনন্দবাজার পত্রিকা, 04th January 2024

বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র

● ১ পাতার পর

সেইমতো লোকবলও বাড়ানো হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। একই বিল্ডিংয়ের মধ্যে ক্যান্সারের চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হলে রাজ্যে সরকারি স্তরে এটিই প্রথম হাসপাতাল। কোলন, জরায়ু, ডিম্বাশয়, হেড অ্যান্ড নেক, ব্রেস্ট, অগ্ন্যাশয়, ওরাল ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন কর্কট রোগের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বহু দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা এখানে আসেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার চিকিৎসার খরচ সামলানো অসহায় রোগীদের সাধ্যের বাইরে। সরকারি প্রচেষ্টায় বিনামূল্যে কলকাতা মেডিক্যালে এই চিকিৎসা পরিষেবা রোগীদের কাছে অনেকটাই স্বস্তির।

The Statesman

Date: 05/01/2024

Himachal CM advocates setting up Cancer Institute at Hamirpur- The Statesman, 05th January 2024

Himachal CM advocates setting up Cancer Institute at Hamirpur

AGENCIES
SHIMLA, 4 JANUARY

Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu called on Union Minister for Health and Family Welfare Mansukh Mandavia at New Delhi on Thursday. He requested the Union Minister Mandavia to set up a State Cancer Institute at Dr Radhakrishnan Government Medical College Hamirpur on a priority basis under the National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, CBD and Strokes.

He said that keeping in view the alarming rate of increase in Cancer in the State; this institute is the need of the hour.

He also requested for creation of a Super Specialty Block at Dr Radhakrishnan Government Medical College Hamirpur under PM Swasthya Suraksha Yojana.

He apprised the Union Minister that there is a wide outreach of Community Health Centres (CHCs) and Primary Health Centres (PHCs) across the state and the State Government was strengthening health infrastructure up to the rural level.

Sukhu said that keeping in view the alarming rate of increase in Cancer in the State; this institute is the need of the hour.

He added that now the Government was focusing on strengthening Super Speciality infrastructure. He further requested to increase the capacity of the Mother and Child Hospital wing from 100 to 200 beds in the Dr Radhakrishnan Government Medical College Hamirpur.

CM Sukhu also urged for sanctioning four trauma centres at Civil Hospital Ghumarwin and Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College Ner Chowk along Chandigarh-Manali National Highways, Civil Hospital Dharampur on Parwanoo-Shimla NH and Civil Hospital Palampur on Pathankot-Mandi NH for providing trauma care to the commuters including tourists in case of road accidents.

CM Sukhu also requested to speed up the process of approval and provide funds for setting up three Nursing Colleges at Chamba, Hamirpur and Nahan.

The Union Minister assured of all possible assistance to the state.

Principal Secretary to the Chief Minister, Bharat Khera, Resident Commissioner, Meera Mohanty and Principal Private Secretary to the Chief Minister, Vivek Bhatia were also present in the meeting.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 08/01/2024

স্তন ক্যানসারঃ অঙ্গ পুনর্গঠনে দিশা বিজ্ঞানীদের – আনন্দবাজার পত্রিকা, 08th January 2024

স্তন ক্যানসার: অঙ্গ পুনর্গঠনে দিশা বিজ্ঞানীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ শৌনক সাহু ও শ্যাম শরন

বছর দশেক আগের কথা। বিশ্ব জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। জিন পরীক্ষায় তাঁর শরীরে ব্রাকা-১ জিনের উপস্থিতি ধরা পড়ে। জোলির মা মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে মারা যান। এই দু'টি বিষয়কে মাথায় রেখে চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, জোলির ক্যানসার হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তাই সেই মারণরোগ প্রতিরোধে ২০১৩ সালে 'প্রোফাল্যাকটিক ডাবল ম্যাসটেকটোমি' করান জোলি। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করে বাদ দেন দু'টি স্তনই। সেই নতুন করে 'ম্যাসটেকটোমি' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিশ্বের। অভিনেত্রী মিডিয়ার সামনে বিষয়টি প্রকাশ্যেও এনেছিলেন খুব ভেবেচিন্তে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। গত এক দশকে সেটাই ঘটেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানও ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে। এ অবস্থায় আমেরিকার 'ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট' (এনসিআই)-এর একদল বিজ্ঞানী দাবি করলেন, ম্যাসটেকটোমির পরে স্তন পুনর্গঠনের পথ আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। গবেষণাগারে ম্যাম্যারি গ্ল্যান্ড তৈরি করছেন তাঁরা, যা আসল মানবঅঙ্গের মতোই কাজ করবে।

স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন বা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাঁরা ম্যাসটেকটোমি করান, তার পরের সফরটাও তাঁদের জন্য মসৃণ হয় না। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, অনেক সময় রোগীর শরীর থেকে কোষ নিয়ে কৃত্রিম ভাবে স্তন তৈরি করা হয়, অনেক সময় সিলিকন জেলের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু তা কখনও আসল অঙ্গের মতো কাজ করে না। এনসিআই-এর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁরা ইঁদুরের এমব্রায়ো কোষ ব্যবহার করে গবেষণাগারে ক্ষুদ্র (মিনিয়েচার) ম্যামারি গ্ল্যান্ড তৈরি করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই ক্ষুদ্র অঙ্গটি স্তনের মতোই আচরণ করেছে, এমনকি হরমোনের প্রভাবে দুধ নিঃসরণও করেছে। বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন এনসিআই-এর গবেষক শৌনক সাহু এবং শ্যাম শরন। গবেষণাপত্রটি 'ডেভেলপমেন্টাল সেল' নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শুধু ক্যানসার নয়, গর্ভাবস্থায় হরমোনের প্রভাবে মহিলাদের শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, স্তনের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। এ সব ক্ষেত্রেও চিকিৎসার রাস্তা দেখাতে পারে তাঁদের গবেষণা। শৌনক জানান, 'আলনার ম্যামারি সিন্ড্রোম'-এর জন্য দায়ী টিবিএক্স৩ জিন মিউটেশন। এই অসুখে স্তন ঠিকমতো তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তাঁদের তৈরি মডেলের সাহায্যে এ ক্ষেত্রেও সমাধান মিলতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, গবেষণাগারে এ ভাবে মানব-অঙ্গের সদৃশ অঙ্গ (অর্গানয়েড) তৈরি চিকিৎসা বিজ্ঞানে একপ্রকার বিপ্লব। এর সাহায্যে এক দিকে শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত কলাকোষ প্রতিস্থাপণ করা সম্ভব হবে, অন্য দিকে রোগীবিশেষে নির্দিষ্ট চিকিৎসার (পার্সোনালাইজ্ড ট্রিটমেন্ট) সন্ধান মিলবে। 'রিজেনারেটিভ মেডিসিন' (মানবকোষ পুনর্গঠন ও তার কাজ অক্ষত রাখা)-ও তৈরি করা যাবে। সেই সঙ্গে, জোলির মতো কারও শরীরে ব্রাকা জিনে মিউটেশন ঘটে থাকলে, তাঁর সত্যিই ভবিষ্যতে ক্যানসার হবে কি না, অর্গানয়েডের সাহায্যে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে অ্যানিমাল ট্রায়ালে এই গবেষণা সফল হলেও মানবদেহে পরীক্ষা বাকি রয়েছে। শৌনক বলেন, "আমাদের থেরাপিতে, রোগীর কোষ থেকে ম্যামারি গ্ল্যান্ড পুনর্গঠন করা হবে। ফলে মানবদেহে 'ইমিউন রিজেকশন'-এর ভয় কম।"

Date: 08/01/2024

ক্যান্সার নিরাময়ে জোর টার্গেটেড থেরাপিতেই – এই সময়, 08th January 2024

ক্যান্সার নিরাময়ে জোর টার্গেটেড থেরাপিতেই

এই সময়: ক্যান্সার চিকিৎসায় জিন নির্ভর চিকিৎসাই ভবিষ্যতের দিশারী। আর পাঁচটা অঙ্গের ক্ষতি না করে শুধু ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলার উপযোগী সেই টার্গেটেড থেরাপির কল্যাণেই আগামী দিনে রুখে দেওয়া যাবে অসংখ্য ক্যান্সার আক্রান্তের অকালমৃত্যু, আরও উপযোগী হয়ে উঠবে ইমিউনোথেরাপির মতো চিকিৎসাও—শনি ও রবিবার ক্যান্সার নিয়ে শহরে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে এমনই মত উঠে এলো বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ হসপিটাল আয়োজন করেছিল 'ইন্টারন্যাশনাল অঙ্কোলজি সামিট'-এর। উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, প্রবীণ অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে এসেছিলেন পদ্মভূষণপ্রাপ্ত বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সুরেশ হরিরাম আদবানি। দেশে প্রথম অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতা তিনি ভাগাভাগি করে নেন সবার সঙ্গে।

প্রয়াত হেমাটো-অঙ্কোলজিস্ট আশিস মুখোপাধ্যায়ের তৈরি এই হাসপাতালের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, আশিস-জায়া সোমা মুখোপাধ্যায় জানান, সুলভে রোগী পরিষেবার পাশাপাশি চলছে অ্যাকাডেমিক গবেষণাও। বক্তৃতা দেন অঙ্কোলজিস্ট শৈলেশ বোনদের্দে। অঙ্কোলজিস্ট সৌমেন দাসের আশঙ্কা, '২০৪০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে শুধু স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে অন্তত ৩০ লক্ষ।' সম্মেলনের আয়োজক সম্পাদক অনুপম দত্ত জানান, ক্যান্সারের চিকিৎসাকে বড় শহরগুলোর গণ্ডি টপকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

Date: 11/01/2024

স্তন ক্যান্সারের দ্রুততম নির্ণয় – এই সময়, 11th January 2024

স্তন ক্যান্সারের দ্রুততম নির্ণয়

এই সময়: মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় স্তন ক্যান্সার। পুরুষদের ফুসফুসের ক্যান্সারের চেয়ে ইদানীং স্তন ক্যান্সার বেশি হওয়ায় তা লিঙ্গ নির্বিশেষেই সবচেয়ে বড় ক্যান্সারের প্রকোপ বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। শুধুমাত্র স্তন ক্যান্সারই দেখা যায় প্রায় ৩০% ক্ষেত্রে। মৃত্যুও হয় পাল্লা দিয়ে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী দেরিতে রোগনির্ণয়। সেই সমস্যার মোকাবিলায় এ বার দেশের মধ্যে দ্রুততম ও নিখুঁত স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের প্রযুক্তি সম্বল করে দেশের একমাত্র হাসপাতাল হিসেবে পরিষেবা দেওয়া চালু করলো অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টার।

বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ের পাশাপাশি কলকাতা অ্যাপোলোতেও শুরু হয়েছে নতুন এই পরিষেবা, যাতে ডাক্তার দেখাতে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মিলবে স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের যাবতীয় রিপোর্ট। ক্লিনিক্যাল স্ক্রিনিং থেকে শুরু করে ম্যামোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান এবং সর্বোপরি বায়োপসির রিপোর্টও মিলবে একদিনেই। কলকাতা অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টারের সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট সুদীপ চক্রবর্তী জানান, যে কোনও ক্যান্সার সেন্টারে এই রিপোর্ট পেতে তিন-চার দিন এবং নন-ক্যান্সার সেন্টার থেকে এই রিপোর্ট পেতে ১০-১২ দিন লেগে যায়। তার পরেও অনেক সময়ে নিখুঁত রিপোর্ট আসে না। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এর ফলে আরও একদফা পরীক্ষা করতে হয় যাতে নষ্ট হয় অমূল্য সময়। ফ্রান্সের গুস্তাভো রোসি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট দুনিয়ায় প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডায়াগনোসিস পরিষেবা চালু করে। তাদের পরিষেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এমন অত্যাধুনিক পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলে দাবি অ্যাপোলো কর্তাদের।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 11 /01/2024

গোড়াতেই ক্যানসার চিহ্নিত করতে নয়া ডি এন এ পরীক্ষা – আনন্দবাজার পত্রিকা, 11th January 2024

গোড়াতেই ক্যানসার চিহ্নিত করতে নয়া ডিএনএ পরীক্ষা

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি: শরীরে ক্যানসার বাসা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই যদি রোগ ধরা যায়! সে ক্ষেত্রে অবশ্যই মারণ অসুখকে কাবু করা সহজ হবে। আমেরিকার একটি জীবপ্রযুক্তি সংস্থা দাবি করেছে, তারা ডিএনএ পরীক্ষার সাহায্যে রোগের গোড়াতেই ক্যানসার চিহ্নিত করার পথ খুঁজে পেয়েছে। তারা জানিয়েছে, তাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ১৮ ধরনের ক্যানসার শুরুতেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

গোটা বিশ্বে প্রতি ছ'জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয় ক্যানসারে। সংস্থাটির দাবি, ডিএনএ পরীক্ষাটি ভবিষ্যতে 'গেমচেঞ্জার'-এর মতো কাজ করতে পারে। গবেষকেরা দাবি করছেন, রক্তের প্লাজ়মায় উপস্থিত প্রোটিনগুলিকে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন, ক্যানসার রোগীদের নমুনার সঙ্গে কোনও সুস্থ ব্যক্তির নমুনার পার্থক্য রয়েছে। এমনকি আলাদা আলাদা ক্যানসারের ক্ষেত্রে পৃথক ফল পেয়েছেন তাঁরা। এ ভাবেই ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণাপত্রটি 'বিএমজে অঙ্কোলজি' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের সন্দেহ, ক্যানসার প্রোটিন সিগন্যালগুলি লিঙ্গ-বিশেষেও আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, অর্থাৎ রুটিন চেক আপে এই প্লাজ়মা পরীক্ষাটি জায়গা করে নিতে পারে। রোগ প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ। সে ক্ষেত্রে কারও শরীরে হয়তো কোনও উপসর্গ নেই, কিন্তু ক্যানসার গোপনেই বাসা বেঁধেছে, এই পরীক্ষায় সেটা ধরা সম্ভব হবে।

বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, গবেষণায় ৪৪০ জনের রক্তের প্লাজ়মার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ১৮ রকমের ক্যানসার-আক্রান্ত ছিলেন। ৪৪ জন সুস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, এমন কিছু প্রোটিন পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি আর্লি-স্টেজ ক্যানসার চিহ্নিত করতে পারে এবং ক্যানসারের উৎসও সন্ধান করতে সক্ষম। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পরীক্ষায় নিখুঁত ফলাফলের হার বেশি। ৯৯ শতাংশ সঠিক। তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আরও বেশি সংখ্যক নমুনার উপরে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সংবাদ সংস্থা

Date: 12/01/2024

ক্যান্সার লড়াইয়ে এরিকসন – এই সময়, 12th January 2024

ক্যান্সার লড়াইয়ে এরিকসন

স্টকহোম: সুইডিশ রেডিয়োয় এক সাক্ষাৎকারে নিজেই দিলেন খারাপ খবরটা। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ স্বেন গোরান এরিকসন জানিয়ে দিলেন তিনি ভুগছেন ক্যান্সারে। অসুখটি এতটাই বড় আকার নিয়েছে যে এরিকসন বলে দিয়েছেন, 'আমার অসুস্থতা বেশ গুরুতর। খুব বেশি হলে আর এক বছর সময় আছে আমার হাতে। ঠিক কত, তা তো স্পষ্ট করে বলা যায় না। তাই, এ নিয়ে বেশি ভাবছি না।'

ইংল্যান্ডের প্রথম বিদেশি কোচ ছিলেন সুইডিশ এরিকসন। তাঁর কোচিংয়ে ২০০২ ও ২০০৬ বিশ্বকাপ এবং ২০০৪ ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে ইংল্যান্ড। ৪২ বছরের কোচিং কেরিয়ারে এরিকসন কোচিং করিয়েছেন তিনি। বছর খানেক আগে তিনি জানতে পারেন ক্যান্সারের কথা। তখন সুইডেনের ক্লাব কার্লস্টাডের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

এরিকসনের কথায়, 'আমি হাসপাতালে নেই। বাড়িতেই থাকি, কিন্তু মাঝেমধ্যেই হাসপাতালে যাই। ক্রিসমাস, নিউ ইয়ারে বাড়িতে অনেক আত্মীয়, বন্ধু ছিল। আমি যতটা সম্ভব এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রাখার চেষ্টা করি।' তাঁর এই খবর জানার পরে পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা ওয়েন রুনি-সহ অনেকেই।

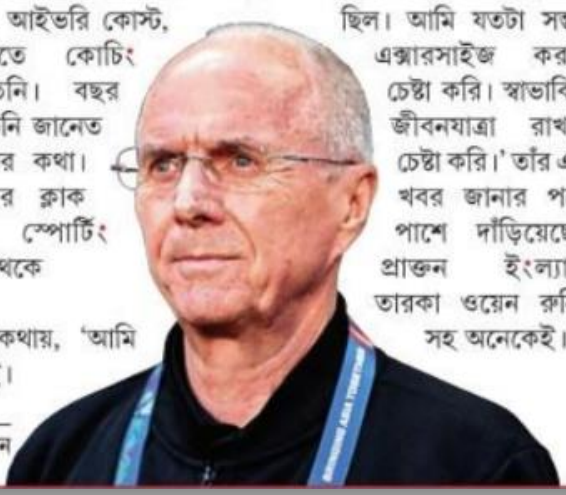

স্বেন গোরান এরিকসন

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 13 /01/2024

উপসর্গ স্ট্রোকের, স্তন ক্যানসারের টিউমার বাদ দিতেই সাড়া চিকিৎসায় – আনন্দবাজার পত্রিকা, 13th January 2024

উপসর্গ স্ট্রোকের, স্তন ক্যানসারের টিউমার বাদ দিতেই সাড়া চিকিৎসায়

জয়তী রাহা

স্বাভাবিক ছন্দেই জীবন চলছিল বছর তেতাল্লিশের মহিলার। কিন্তু হঠাৎ এক দিন বুঝতে পারলেন, হাঁটতে গিয়ে পা বেঁকে যাচ্ছে, গিলতে সমস্যা হচ্ছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, বমিও হচ্ছে। স্ট্রোক মনে করে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন পরিজনেরা। কিন্তু মস্তিষ্কের ছবিতে দেখা গেল, স্ট্রোক হয়নি মহিলার! চিকিৎসকেরা আরও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। কিন্তু কোনও পরীক্ষাতেই এমনটা হওয়ার প্রকৃত কারণ সামনে এল না। এ দিকে, স্ট্রোকের চিকিৎসা শুরু হলেও সাড়া দিচ্ছিলেন না রোগিণী। অবশেষে পেট সিটি স্ক্যান করে জানা গেল, মহিলার শরীরের ডান দিকের স্তনে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার।

কিন্তু সেই ক্যানসার তখনও অন্য অঙ্গে ছড়ায়নি। ফলে শল্য চিকিৎসক সৌমেন দাসের মনে হয়েছিল, প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সিন্ড্রোমের একটি ধরন হতে পারে এটি। প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সিন্ড্রোম সাধারণত দেখা যায় ফুসফুসের ক্যানসারে, তার পরেই নিউরো এন্ডোক্রিন ক্যানসারে। স্তন ক্যানসারে এটা কম দেখা যায়। আরও নিশ্চিত হতে মহিলার রক্তের অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করান সৌমেন। প্রায় এক মাস পরে ফলাফলে আসে, অ্যান্টি ওয়াইও অ্যান্টিবডি এটি, যা পার্কিনজি অ্যান্টিবডি নামেও পরিচিত। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসারের মেটাস্টেসিস বা চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই রোগীর অন্যান্য অঙ্গ প্রভাবিত হতে থাকে। এই প্রভাবের কারণ ক্যানসারের কোষ থেকে নির্গত বিশেষ অ্যান্টিবডি বা হরমোন।

সৌমেনের কথায়, ‘‘ওই মহিলার বিশেষ অ্যান্টিবডি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর ক্ষেত্রে এটি প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সেরিবেলার ডিজেনারেশন (পিসিডি)। যেটি প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সিন্ড্রোমের একাধিক ধরনের একটি। এটি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকে ধ্বংস করছিল। উপসর্গ এবং পেট সিটি-র রিপোর্ট দেখে সন্দেহ হওয়ায় রক্তের অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট পজ়িটিভ আসায় বোঝা যায়, চিকিৎসা ঠিক পথেই এগোচ্ছে।’’

চিকিৎসকদের মতে, প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সেরিবেলার ডিজেনারেশনের আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। স্তন ক্যানসারের চিকিৎসাতেই সেটি ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে, কেমো বা অস্ত্রোপচারের পরে পিসিডি-র সমস্যা মিটে যায়। ওই মহিলার চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, প্রথমে ছ’টি কেমো দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু তাতে টিউমারের আকার ছোট হলেও স্নায়ুর সমস্যার উন্নতি ঘটেনি। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পিসিডি-র কারণ যেটি, অর্থাৎ ওই অ্যান্টিবডির উৎসস্থল, টিউমারটি আগে বাদ দিতে হবে। সেই মতো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ক্যানসার হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সৌমেন দাসের নেতৃত্বে কমলেশ রক্ষিত এবং রাহুল আগারওয়াল টিউমারটি বাদ দেন। অ্যানাস্থেশিয়ায় ছিলেন চিকিৎসক সুমিতাভ সর্দার ও স্বাগতা বিশ্বাস।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, অস্ত্রোপচারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর স্নায়ুজনিত সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। রোগিণীর পরিবার তাঁদের এ কথা জানিয়েছেন। যা শুনে ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সেরিবেলার ডিজেনারেশন সচরাচর শোনা যায় না। ফলে এর চিকিৎসাও তত পরিচিত নয়। তা সত্ত্বেও এটির ঠিক ডায়াগনসিস করে রোগীর চিকিৎসা শুরুর বিষয়টি প্রশংসনীয়। এমনও যে হয়, সেই সচেতনতা সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক— উভয়েরই দরকার।” ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “প্যারানিয়োপ্লাস্টিক সেরিবেলার ডিজেনারেশন যথেষ্ট বিরল। এমন ছক ভাঙা চিকিৎসার ক্ষেত্রে টিউমার বোর্ড গড়ে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।”

Date: 14/01/2024

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কোচ পাহেইরা ক্যানসারে আক্রান্ত – এই সময়, 14th January 2024

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কোচ পাহেইরা ক্যানসারে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি কোচ কার্লোস আলবার্তো পাহেইরা। চার মাস ধরে হজকিন লিম্ফোমা (দ্রুত বর্ধনশীল ও আক্রমণাত্মক রক্তের ক্যানসার, যা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয়কেই প্রভাবিত করে) রোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৯৯৪ সালে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ।

পাহেইরা লিম্ফোমা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। বিবৃতিতে পাহেইরাকে চার মাস ধরে কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। চিকিৎসায় তাঁর শরীর দারুণভাবে সাড়া দিচ্ছে বলেও জানানো হয়।

সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ব্রাজিলের চতুর্থ বিশ্বকাপজয়ী কোচের পরিবার এবং সামারিতানো হাসপাতালের চিকিৎসক দলের যাঁরা তার সঙ্গে আছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, চিকিৎসার সঙ্গে পেরেইরার স্বাস্থ্য ইতিবাচকভাবে উন্নতি লাভ করছে।'

এ সময় যাঁরা পাহেইরার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন এবং উদ্বেগ দেখিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। কনফেডারেশনের এ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদের পক্ষ থেকে সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ প্রফেসর পাহেইরা দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।'

কোচ হিসেবে কিংবদন্তি পাহেইরা ঘানার জাতীয় দল নিয়ে ১৯৬৭ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ জেতা ব্রাজিল দলে ফিটনেস কোচের দায়িত্ব পালন করেন পাহেইরা। এরপর ফ্লুমিনেন্স ও কুয়েত হয়ে তিনি প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলের দায়িত্ব নেন ১৯৮৩ সালে। প্রথম দফায় মাত্র ১৪ ম্যাচ কোচ হিসেবে ব্রাজিলের ডাগআউটে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

পাহেইরা দ্বিতীয় দফায় ব্রাজিলের দায়িত্ব নেন ১৯৯১ সালে। এ দফায় ব্রাজিলকে ২৪ বছর পর ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপও এনে দেন। এরপর তৃতীয়বারের মতো কোচ হন ২০০৩ সালে। তবে এ দফায় বিশ্বকাপে দলকে আর সাফল্য এনে দিতে পারেননি অভিজ্ঞ এই কোচ। ২০০৬ সালে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর পদ ছাড়েন পাহেইরা। ব্রাজিল ছাড়াও তিনি ক্যারিয়ারে ১৫,এর বেশি দলের কোচিং করিয়েছেন। ২০১০ সালের জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং থেকে অবসরে যান।

The Statesman

Date: 18/01/2024

Cervical cancer awareness- The Statesman, 18th January 2024

Cervical cancer awareness: As per global estimates, around 453 million Indian women aged 15 years and older are at risk of developing cancer, said Dr Jalaj Baxi, senior consultant, during the launch of the oncology department and cervical cancer awareness at Fortis Hospital Greater Noida on Wednesday. Although the burden of cervical cancer is increasing largely in the country, deaths can be prevented if it is screened in the early stages, said Dr Baxi.

The Statesman

Date: 21/01/2024

Swastha Sathi for cancer patients: The Statesman, 21st January 2024

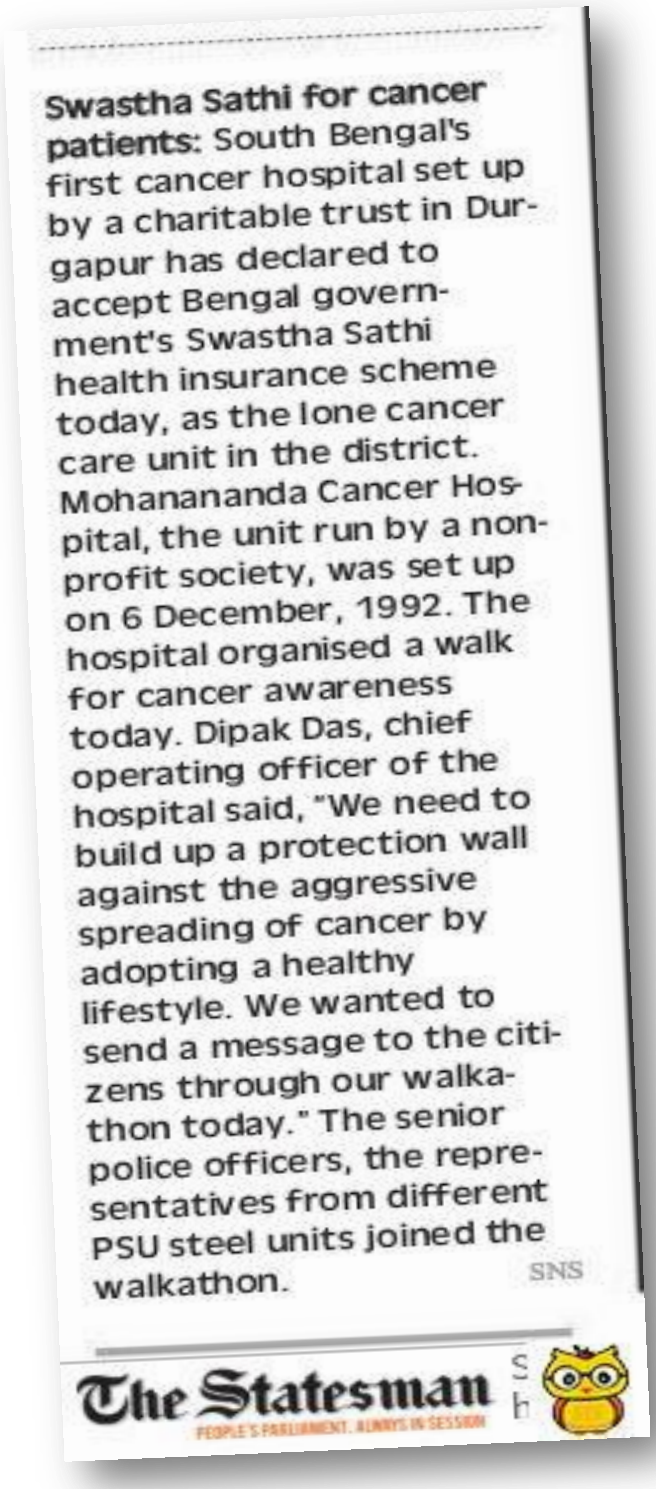

Swastha Sathi for cancer patients: South Bengal's first cancer hospital set up by a charitable trust in Durgapur has declared to accept Bengal government's Swastha Sathi health insurance scheme today, as the lone cancer care unit in the district. Mohanananda Cancer Hospital, the unit run by a non-profit society, was set up on 6 December, 1992. The hospital organised a walk for cancer awareness today. Dipak Das, chief operating officer of the hospital said, "We need to build up a protection wall against the aggressive spreading of cancer by adopting a healthy lifestyle. We wanted to send a message to the citizens through our walkathon today." The senior police officers, the representatives from different PSU steel units joined the walkathon. SNS

The Statesman

PEOPLE'S PARLIAMENT, ALWAYS IN SESSION

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 22/01/2024

চোখের ক্যানসারে প্রয়োজন সচেতনতা ও দ্রুত চিকিৎসা- আনন্দবাজার পত্রিকা, 22th January 2024

চোখের ক্যানসারে প্রয়োজন সচেতনতা ও দ্রুত চিকিৎসা

নিজস্ব সংবাদদাতা

এক জন মানুষের চলার পথে অন্যতম শক্তি হল তাঁর চোখের দৃষ্টি। কিন্তু 'রেটিনোব্লাসটোমা' বা চোখের ক্যানসারের কারণে সেই আলো চিরতরে নিভে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। কিন্তু সচেতনতা বাড়িয়ে ও সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করালে সেই দৃষ্টিশক্তিও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

শিশু থেকে বয়স্ক, সব বয়সিদের ক্ষেত্রেই চোখের ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েই দু'দিনব্যাপী জাতীয় স্তরের আলোচনাসভার আয়োজন করেছে সল্টলেকের একটি বেসরকারি চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা চক্ষু চিকিৎসকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরবেন। রবিবার প্রথম দিনের আলোচনাসভায় বিভিন্ন ঘটনা এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে ঝুঁকি ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়েই হল আলোচনা। ওই চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান 'শঙ্কর নেত্রালয়'-এর এডুকেশনাল প্রধান ও বরিষ্ঠ চিকিৎসক মহম্মদ শাহিদ আলম জানাচ্ছেন, চোখের পাতা, ভিতরে এবং মণির পিছনে থাকা অরবিটে টিউমার দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিতে ক্যানসার ধরা পড়ে। শিশু ও বয়স্ক, উভয় বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়।

আলোচনাসভায় উঠে এল, চোখের পাতার উপরে থাকা ক্যানসার আক্রান্ত টিউমার বাদ দিয়ে কী ভাবে তা পুর্নগঠন করা সম্ভব— সেই বিষয়টি। আবার চোখের ভিতরে থাকা টিউমারের কারণে দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হওয়ার পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই রোগী ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতো ঝলকানি উপলব্ধি করেন। সে ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির উপযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়। শাহিদ বলেন, "মণির পিছনের দিকের টিউমারের কারণেও দৃষ্টি কমতে থাকে। মণিটি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। চোখটি বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অস্ত্রোপচার করেই ক্যানসার আক্রান্ত টিউমারটি বাদ দিতে হয়।" উপস্থিত চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, খালি চোখে থাকার ফলে অত্যধিক সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা, ঠিক মতো চোখের পরিচর্যা না করা এবং জিনগত কারণেও চোখের ওই সমস্ত ক্যানসার হতে পারে। তাই উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা-সহ চোখ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির দিকেও জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

The Statesman

Date: 22/01/2024

Mahima to open cancer hospital: The Statesman, 22nd January 2024

Mahima to open cancer hospital

STATESMAN NEWS SERVICE
DURGAPUR, 21 JANUARY

Actor Mahima Chowdhury is set to insugurate a dedicated cancer care unit of a private hospital in Durgapur on Republic Day.

Sri Ramkrishra Institute of Medical Science runs a 300 bedded hospital and a medical college with 200 student intake capacity here at Molandighi since 2015.

Partha Pobo, Managing Director of the education trust said: "Our cancer care unit will extend cancer care facilities to the downtrodden segment." Mahima Chowdhury herself is a cancer survivor.

The Statesman

Date: 24/01/2024

Energy-starved breast cancer cells consume their surroundings for fuel: The Statesman, 24th January 2024

Energy-starved breast cancer cells consume their surroundings for fuel

Energy starved breast cancer cells ingest and consume their surroundings to overcome starvation, a new study has found.

The research, conducted by scientists at the University of Sheffield and published on (Tuesday 16 January 2024) in PLOS Biology, provides a new insight into a previously unknown mechanism of cancer cell survival and may offer a new target for therapy development.

Cells in the breast, including tumour cells, are embedded in a meshwork called the extracellular matrix (ECM). Nutrients are scarce in the ECM, due to the limited blood flow, and become even scarcer as tumour cells grow.

Lead researcher Dr Elena Rainero, from the University of Sheffield's School of Biosciences, and her team investigated how tumours continue to grow - despite the lack of nutrients - and how the tumour cells supply themselves with the raw materials to support their growth.

"This study identified a novel mechanism employed by breast cancer cells to survive in the challenging environment they are in within tumours," said Dr Elena Rainero, from the University of Sheffield.

"As sources of food are scarce, cancer cells gain the ability to eat and digest components of the matrix around them. We have identified a key metabolic process that the cells need to be able to take advantage of the matrix, which could represent a novel therapeutic target."

During the study, which was funded by Cancer Research UK, Dr Rainero and her team seeded breast adenocarcinoma cells into either collagen (a major component of the ECM) or a commercial matrix preparation, or onto plastic, with or without certain critical amino acids.

Without those amino acids, cells on plastic fared poorly compared to those in one or the other matrix. Similar results were seen with other matrix models - the tumour cells were able to overcome the reduction of amino acids when surrounded by matrix.

Next, by fluorescently labelling the collagen and watching its journey through the cell, the authors showed that the cells took up ECM and broke it down in digestive compartments called lysosomes; when the ECM was chemically treated to cross-link its components, the cells were unable to ingest it.

Further investigation indicated that uptake was through an ingestion process called macropinocytosis, in which the cell engulfs large quantities of extracellular material.

Analysis of their metabolome indicated that procurement and breakdown of two amino acids, tyrosine and phenylalanine, dominated the metabolic changes in response to starvation. The Sheffield scientists noted that these two can serve as the raw material for energy production through the mitochondrial tricarboxylic acid (Krebs) cycle.

When they knocked down High Pressure Decorative Laminate (HPDL), a central enzyme in the pathway from phenylalanine to the TCA, cell growth was significantly impaired.

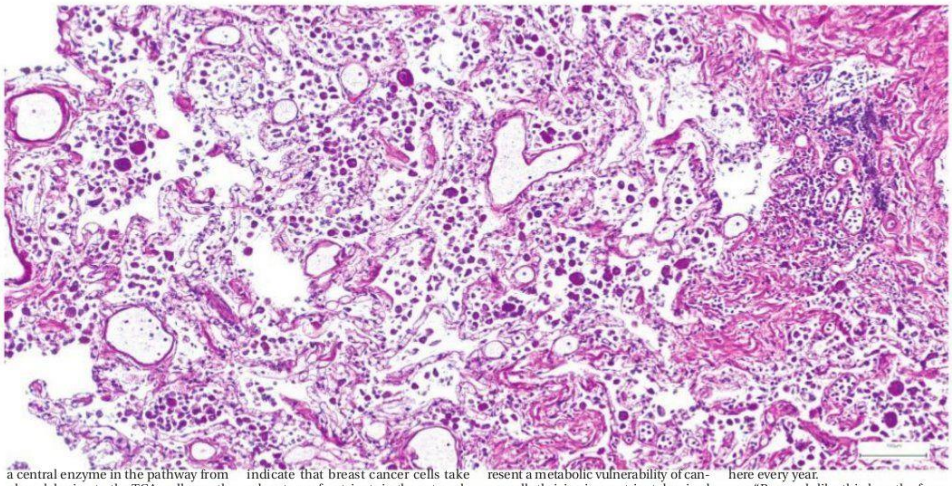

Blocking or reducing expression of HPDL, or the macropinocytosis promoter PAK1, reduced the ability of tumour cells to migrate and to invade surrounding tissue.

Dr Rainero added: "Our results indicate that breast cancer cells take advantage of nutrients in the extracellular matrix in times of nutrient starvation, and that this process depends on both macropinocytosis and metabolic conversion of key amino acids to energy-releasing substrates.

"HPDL-mediated metabolism of tyrosine and phenylalanine could represent a metabolic vulnerability of cancer cells thriving in a nutrient deprived microenvironment."

Dr Anna Kinsella, Research Information Manager at Cancer Research UK, said: "Thanks to research, breast cancer survival has doubled in the last 50 years in the UK, but there are still around 11,500 breast cancer deaths here every year.

"Research like this lays the foundations for future progress and is vital to develop better ways to treat breast cancer. While more research is needed before these findings can move from the laboratory bench to the bedside, the team's insights offer a promising new route for future treatments."

The Statesman Wed, 24 January 2024
https://epaper.thestatesman.com/c/74424622

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 26/01/2024

ক্যানসার 'সারাতে' ডুব গঙ্গায়! মৃত্যু শিশুর - আনন্দবাজার পত্রিকা, 26th January 2024

ক্যানসার ‘সারাতে’ ডুব গঙ্গায়! মৃত্যু শিশুর

দেহরাদূন, ২৫ জানুয়ারি: গঙ্গায় ডুব দেওয়ালে সারবে মারণ রোগ। এমনই কুসংস্কারে ভর করে ক্যানসারে আক্রান্ত পাঁচ বছরের ছেলেকে হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে ডুব দেওয়ালেন মা-বাবা। তবে হল হিতে বিপরীত। বারবার ডুবের পরে জল থেকে উদ্ধার হল খুদের নিথর দেহ। বুধবার দুপুরে হওয়া এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে আজ। ওই সন্তানের মা-বাবা ও এক আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একটি বাচ্চাকে হর কি পৌরিতে ডুব দেওয়াচ্ছেন এক মহিলা। তিনি সম্পর্কে বাচ্চাটির পিসি। পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন বাচ্চাটির মা-বাবা। দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু ক্ষণ জলের তলায় ছেলেটিকে রাখা হচ্ছে দেখে আশপাশের লোকজন তাঁদের থামানোর চেষ্টা করেন। সে কথা না শোনায় কার্যত জল থেকে টেনে বার করে আনা হয় বালকটিকে। কিন্তু তখনই সকলে লক্ষ্য করেন, খুদেটি লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে এর পরেও দেহটির কাছে কাউকে আসতে দিচ্ছিলেন না বাচ্চাটির পিসি। কখনও কেঁদে, কখনও হিংস্রভাবে সকলকে বাধা দিচ্ছিলেন তিনি। দেহের পাশে হাসতে হাসতে বলছিলেন ‘কথা দিচ্ছি, এই বাচ্চা উঠে দাঁড়াবে। এ আমার গঙ্গা মায়ের প্রতিশ্রুতি’।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছু সময় ধরে রক্তের ক্যানসারে ভুগছিল বছর পাঁচেকের বাচ্চাটি। তাদের পরিবার আদপে দিল্লির বাসিন্দা। সেখানের স্যর গঙ্গা রাম হাসপাতালে তার চিকিৎসাও চলছিল। তবে, চিকিৎসকেরা বাচ্চাটির সুস্থ হয়ে ওঠার আশ্বাস দেননি। বাচ্চাটির পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, এমনই এক সময়ে তাঁরা ঠিক করেন, গঙ্গায় যাবেন ছেলেকে নিয়ে। তাকে হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে ডুব দেওয়াবেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ডুব দেওয়ালে কোনও ‘ঐশ্বরিক ক্ষমতা’র জেরে ছেলের ব্লাড ক্যানসার ঠিক হয়ে যাবে। আর ঠিক এই কারণেই গত কাল সকাল ৯টার দিকে একটি ট্যাক্সি করে দিল্লি থেকে হরিদ্বারের দিকে রওনা দেন তাঁরা। পরিকল্পনা মতো, গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে ডুব দেওয়ান বাচ্চাটিকে।

হরিদ্বারের পুলিশ প্রধান স্বতন্ত্র কুমার জানিয়েছেন, অনেক প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন যে প্রায় তিন-চার মিনিট বাচ্চাটিকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল জলের তলায়। যখন সেখানে উপস্থিত বাকিরা দেহটি বার করে আনে জল থেকে, তখনও তার মা-বাবা-পিসির বিশ্বাস ছিল যে সে উঠে বসবে, এবং সুস্থ হয়ে উঠবে।

ওই ঘটনার দিন যে ট্যাক্সিতে বাচ্চাটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটির চালক পুলিশকে জানিয়েছেন, যাত্রা শুরুর সময় থেকেই ভীষণ দুর্বল লাগছিল বালকটিকে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, বাচ্চাটির রাস্তায় মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে, এমনও দাবি করেছেন ওই চালক। তবে দেহটির ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার আগে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পরছে না পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 27/01/2024

ব্লাড ক্যান্সার সারাতে গিয়ে গঙ্গাস্নানে মৃত্যু হল শিশুর- দৈনিক স্টেটসম্যান, 27th January 2024

ব্লাড ক্যান্সার সারাতে গিয়ে গঙ্গাস্নানে মৃত্যু হল শিশুর

হরিদ্বার, ২৫ জানুয়ারি– বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতির মধ্যে প্রসার হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু, তার মধ্যেও কুসংস্কার মানুষকে পিছু ছাড়ছে না। ফলে চিকিৎসকের ওপর ভরসা না করে ব্লাড ক্যান্সার সারাতে গঙ্গা স্নানই কাল হল শিশুর জীবনে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় বারবার গঙ্গায় চোবানোর ফলে মৃত্যু হল ওই শিশুর। অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিদ্বারে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ওই শিশুটি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত।

মৃত্যুপথযাত্রী শিশুটির চিকিৎসা করেও কোনও লাভ হল না। জবাব দিয়েছিলেন চিকিৎসকরাও। অবশেষে মা গঙ্গাকেই ভরসা করেন শিশুর পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু অসুস্থ শিশুটি সেই ধকল সহ্য করতে পারেনি। শিশুটির কাকিমা যখন বারবার ঠান্ডা জলে চোবাচ্ছিলেন, তখন আশপাশের লোকজন হতবাক হয়ে যান। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে শিশুটি। বেগতিক বুঝে শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শিশুটির মৃত্যুর পরেও আশা ছাড়েননি পরিবারের সদস্যরা। মৃতদেহের পাশে বসে কিছু একটা মিরাক্যাল-এর আশায় আছেন। যে গাড়িতে করে শিশুটিকে হরিদ্বারে আনা হয়েছিল, সেই গাড়ির চালক সংবাদ মাধ্যমকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 28/01/2024

ক্যানসার নিয়েই শুটিং, পথচলা থামল অভিনেত্রী শ্রীলার – একদিন, 28th January 2024

ক্যানসার নিয়েই শুটিং, পথচলা থামল অভিনেত্রী শ্রীলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুরুটা হয়েছিল ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ছবির মাধ্যমে। তখন ১৬ বছরের কিশোরী শ্রীলা মজুমদার। তারপর 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে'-সহ ছবির তালিকাটা অনেক বড়। শেষ বার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় শ্রীলাকে পর্দায় দেখা গিয়েছিল। সেই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর। ক্যানসার নিয়েই শেষ ছবির শুটিং করেছিলেন তিনি।

শনিবার চিরঘুমে চলে গেলেন অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। বিগত ৩ বছর ধরে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। তাঁর প্রয়ানে শোকের ছায়া শিল্পী মহলে। শনিবার রাতেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা অভিনেত্রীর।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর। তিনি বলেন, 'আমার এত খারাপ লাগছে যে বোঝাতে পারব না। আমরা একসঙ্গে পালানে শুট করলাম। তখন থেকেই অসুস্থ ছিল। কিন্তু ক্যানসারের কথাটা কক্ষনও বলেনি। কোনও দিন নিজের কষ্টের কথা বলল না ও। ভীষণ খ ারাপ লাগছে।' অন্যধারার ছবিতে বরাবর শ্রীলাকে দেখা গিয়েছে। শাবানা আজমি, স্মিতা পাতিল, নাসিউরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। 'তিন অধ্যায়', 'নীলিমায় নীল', 'অভিসন্ধি', 'ভালোবাসার বাড়ি', 'দ্য পার্সেল', 'শ্লীলতাহানির পরে' -সহ অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রীলা। করেছেন হিন্দি সিনেমাও।

January 2024

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library